কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

এইএ নং: ক্যান/১/২০২৩

ডবলুপিএ /১৬৪৯৫/২০২৩

ইন্ডেন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ

বনাম

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য।

সঙ্গে

আইএ নং সহঃ ক্যান /১/২০২৩

ডবলুপিএ /১৬৭৯৭/২০২৩

ইন্ডেন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশন, অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয় বিজন বিহারী বিশ্বাস নামে

বনাম

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য।

সঙ্গে

আইএ নং: ক্যান/১/২০২৩

ডবলুপিএ /১৬৮০৫/২০২৩

ইন্ডেন এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ

বনাম

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরিষ্ঠ আইনজীবী.,

শ্রী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য,

শ্রী সিরসান্যা বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রী সোহম বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীমতী দেবলীনা ছত্ররাজ,

শ্রী আদিত্য চতুর্বেদী,

শ্রীমতী অঙ্গনা দত্ত।

আইওসিএল এর জন্যঃ শ্রী জয়দীপ কর, সিনিয়র অ্যাড.,

শ্রী অমিত কুমার নাগ,

শ্রীমতী সুদেশনা মজুমদার,

শ্রী পার্থ ব্যানার্জি।

শুনানি: ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

শেষ হয়েছে রায়: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

<u>বিচারপতি, বিবেক চৌধুরীঃ-</u>

১। অনুরূপ তথ্যের উপর এই তিনটি রিট পিটিশন অনুরূপভাবে শুনানি হয়েছিল এবং এই আদালত শুনানি শেষে নিম্নলিখিত সাধারণ রায় প্রদান করে।

২। আবেদনকারীরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণকারীদের একটি সংগঠন। উল্লিখিত সমিতির সদস্যরা প্রস্তাবিত প্যাক করা পরিবহন দরপত্রের সাথে সংযুক্ত একক হারের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে নিজস্ব লোড পরিবহনের জন্য ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডারের বিদ্যমান বিতরণকারীদের জন্য প্রকাশিত আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের কথিত স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ প্রকাশ করেছেন।

৩। রিট পিটিশনগুলি থেকে জানা যায় যে, ইন্ডেন অয়েল কর্পোরেশন ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণকারীদের ইচ্ছা পূরণের জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) চেয়েছে যে, তারা দরপত্র আহ্বানের আগে প্রতি একক হারের ভিত্তিতে বাজ বাজের বোতলজাতকরণ কারখানা থেকে তাদের ব্যবসা/গুদামের উল্লম্ব অবস্থানে তাদের নিজস্ব লোড উত্তোলনের জন্য প্যাক করা ট্রাকগুলিকে নিযুক্ত করেছে কিনা। ইওআই-এর সাথে আই. ও. সি. এল-এর প্রস্তাবিত দরপত্রের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করা হয়েছে যা ২০২৩-২০২৮ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের জন্য চালু করা হবে।

৪। আবেদনকারীদের প্রধান অভিযোগ হল, আগ্রহের প্রকাশনায় প্যাকেটজাত এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের কোনও ভিত্তি হার প্রকাশ করা হয়নি, যার ফলে পরিবেশকরা আইওসিএলের সদিচ্ছা, খামখেয়ালিপনার উপর নির্ভরশীল এবং প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন।

বিতরণকারীদের প্রতি ইউনিট পরিবহনের হার সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার থাকবে না এবং তারা কেবল আই. ও. সি. এল এবং বেসরকারী পরিবহনের মধ্যে নির্ধারিত হার সম্পর্কে দরপত্র প্রক্রিয়ায় নেওয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। আবেদনকারীরা মূলত ৯,১০ এবং ১১ ধারা নিয়ে ক্ষুব্ধ। ইওআই অনুচ্ছেদ ৯, ১০ এবং ১১ নীচে বিস্তারিত করা হয়েছেঃ -

> " ৯। এই ই ও আই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্যাকড ট্রাক সরবরাহকারী এলপিজি পরিবেশকদের জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রাক বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত পাবলিক টেন্ডারের চূড়ান্ত এল-১ হার প্রযোজ্য হবে। এলপিজি পরিবেশকদের জেনারেল ট্রান্সপোর্টার টেন্ডারে আগত এল-১ হার নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার থাকবে না।
>
> ১০। দরপত্র চূড়ান্তকরণের সময় এলপিজি পরিবেশক ইওআই প্রত্যাহার করলে বা সাধারণ দরপত্রে এল-১ হার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, তার ই. এম. ডি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পরিবেশক বিদ্যমান দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে অযোগ্য হবেন। সাধারণ দরপত্রের চুক্তির সময়কালে এলপিজি বিতরণকারীকে কোনও প্যাকড ট্রাক/গুলি অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হবে না তার নিজের বোঝা বাড়াতে।
>
> ১১। পরিবহণের হার বৃদ্ধি/ডি-এস্কেলেশন-দেখুন প্রস্তাবিত দরপত্র নথি। "

৫। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, EOI-তে কোনও ভিত্তি হার প্রকাশ না করার কোনও কারণ বিবাদীদের নেই, যা পরিবেশকদের জন্য এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবহার করা সম্ভব কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একেবারে প্রয়োজনীয়। আবেদনকারীদের ক্ষেত্রেও এটিই বলা হয়েছে যে, বর্তমান কার্যকরী তথ্য, পরিবহন হার নির্ধারণের পদ্ধতি,

আয় ও দায় নির্ধারণের জন্য অনুমান, শ্রম খরচ, ভাড়া মজুরি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ডিএ-বৃদ্ধি, জ্বালানি খরচ, ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন খরচের মতো হার নিষ্পত্তির বিভিন্ন পরামিতি বিবেচনা করা হবে কিনা সে বিষয়ে EOI সম্পূর্ণ নীরব। পরিবেশকদের নিজস্ব পরিবহনের জন্য প্রতি ইউনিট হার নির্ধারণের জন্য EOI-তে এই ধরণের পদ্ধতি নেই। আবেদনকারীরা স্বীকার করেছেন যে, টেন্ডারের মূল্য নির্ধারণের প্রশ্নে, নির্বাহীর এই ধরনের পদক্ষেপ স্বেচ্ছাচারী এবং অযৌক্তিক প্রমাণিত হলে তা বাতিল করা ছাড়া হাইকোর্টের কোনও ভূমিকা নেই। এই মামলায় আইওসিএলের পদক্ষেপ ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৯(১)(ছ) এবং ২১ ধারার লঙ্ঘন।

৬। উপরোক্ত আবেদনগুলির সাথে আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত ত্রাণগুলির জন্য প্রার্থনা করেছেনঃ-

"(ক) একটি রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির একটি রিট উত্তরদাতা, তাদের পুরুষ এজেন্ট, কর্মচারী, নিয়োগকারীদের নির্দেশ দেয় যে ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডারের বিদ্যমান বিতরণকারীদের জন্য উল্লম্ব অবস্থানে বা প্রস্তাবিত প্যাক করা   এর সাথে সংযুক্ত একক হারের ভিত্তিতে নিজস্ব লোড পরিবহনের জন্য প্রকাশিত আগ্রহের অভিব্যক্তি বাতিল/বাতিল এবং প্রত্যাহার করতে হবে। উত্তরদাতাদের দ্বারা   পরিবহন দরপত্র ২০২৩-২০২৮;

(খ) একটি রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের ধরণে বিবাদীদের, তাদের কর্মীদের, এজেন্টদের, চাকরদের, নিয়োগকারীদের নির্দেশ দেয় যে তারা ২০২৩-২০২৮ সালের প্যাকড পরিবহন দরপত্র প্রকাশ করতে পারবে, যাতে বিবাদীরা ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডারের বিদ্যমান পরিবেশকদের জন্য নিজস্ব লোড পরিবহন দরপত্র ২০২৩-২০২৮ এর জন্য জারি করা বর্তমান আগ্রহের প্রকাশ বাতিল বা বাতিল না করে;

(গ) সার্টিওরারি-র একটি রিট উত্তরদাতা, তাদের লোক, এজেন্ট, কর্মচারী, নিয়োগকারীদের নির্দেশ দেয় যে তারা তাৎক্ষণিক মামলা সম্পর্কিত সমস্ত রেকর্ড প্রেরণ করবে, বিশেষত যারা উত্তরদাতার দ্বারা প্রবর্তিত শর্তাবলীর ভিত্তি গঠন করে, তারা পরিবহণের হারগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হয় যা প্রস্তাবিত পাবলিক টেন্ডারের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা এল ১ হার এবং কোম্পানি দ্বারা সরবরাহ পয়েন্টের জন্য চূড়ান্ত করা হয় এবং প্রস্তাবিত পাবলিক টেন্ডারের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা এল আই হারগুলি নিয়ে প্রশ্ন না করে এবং কোম্পানি দ্বারা সরবরাহ পয়েন্টের জন্য চূড়ান্ত করা হয় এবং প্রকৃত টেন্ডার চালু হওয়ার আগেই উক্ত সাধারণ পরিবহণকারী টেন্ডারে এল ১ হার নিয়ে প্রশ্ন না করে, যাতে একই প্রত্যয়িত হয় যাতে সম্মত ন্যায়বিচার বাতিল করে রেন্ডার করা যেতে পারে।

(ঘ) প্রার্থনার ক্ষেত্রে নিয়ম নিস (গ) এবং (ঘ);

(ঙ) প্রস্তাবিত প্যাক করা পরিবহন দরপত্রের সাথে সংযুক্ত একক হারের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে নিজস্ব লোড পরিবহনের জন্য ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডারের বিদ্যমান পরিবেশকদের জন্য আগ্রহ প্রকাশের সাথে জড়িত দরপত্র প্রক্রিয়া স্থগিত করার আদেশ রিট পিটিশনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত;

(চ) প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (ঙ)

(ছ) খরচ।

(য) অন্য কোনও আদেশ বা আদেশ এবং/অথবা নির্দেশ বা নির্দেশ যেহেতু আপনার লর্ডশিপগুলি উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে করতে পারে।

৭। রিট পিটিশনে আবেদনকারীদের দ্বারা করা সমস্ত অভিযোগের বিরোধিতা করে উত্তরদাতারা একটি লিখিত আপত্তি দায়ের করেছেন। এটি উত্তরদাতাদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে তারা নতুন   ভাসিয়ে দিতে চায় নিয়ম ও শর্তাবলী সহ পাঁচ বছরের জন্য এলপিজি বিতরণকারী/গ্রাহকদের সরবরাহের জন্য ইউনিট রেটের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য দরপত্র।

উক্ত দরপত্রটি বাতিল করে দেওয়ার আগে, উত্তরদাতারা ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য নতুন দরপত্র ভাসিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় জানিয়ে বিদ্যমান ইন্ডেন বিতরণকারীদের জন্য ২১ জুন, ২০২৩ আগ্রহের অভিব্যক্তি জারি করে। দরপত্রটি ভাসিয়ে দেওয়ার আগে উত্তরদাতারা বিতরণকারীদের জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি জারি করে যাতে তারা বুঝতে পারে যে বিতরণকারীরা বাড়্জ বাজের বোতলজাত কারখানা থেকে বিতরণকারীর গুদামে তাদের লোড উত্তোলনের জন্য তাদের নিজস্ব প্যাক করা ট্রাকগুলিকে নিযুক্ত করতে আগ্রহী কিনা। এই পুরো প্রক্রিয়াটি তেল কোম্পানির জন্য একেবারেই প্রয়োজনীয় ছিল কারণ ইন্ডেন পরিবেশকদের কাছ থেকে ইওআই-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ট্রাকের সংখ্যা সম্পর্কে উত্তরদাতাদের নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তারা সাধারণ দরপত্র থেকে প্রাপ্ত ট্রাকের প্রকৃত প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না। অতএব, তারা প্রস্তাবিত দরপত্রের জন্য ন্যূনতম হার নির্ধারণ করার মতো অবস্থানে নেই। উত্তরদাতাদের দ্বারা এটিও বলা হয়েছে যে এর আগে তারা ন্যূনতম হার উদ্‌ধৃত না করে ইন্ডেন পরিবেশকদের কাছ থেকে অনুরূপ ইওআই জারি করেছিল এবং পরিবেশকরা তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। উত্তরদাতারা আরও বলেছিলেন যে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি তার বর্তমান আকারে রক্ষণযোগ্য নয়। আবেদনকারীদের সংগঠনগুলির তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি বজায় রাখার কোনও অধিকার নেই। তাছাড়া, রিট পিটিশনগুলির সম্পূর্ণ ভিত্তি হল যে কোনও দরপত্র নথি বিষয়টির ইওআই প্রকাশ করেনি তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে দরপত্রের নথিগুলি ইওআই এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। নির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলীর ভিত্তিতে আগ্রহের অভিব্যক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত উত্তরদাতাদের নীতিগত নির্দেশিকাগুলির উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয় এবং এটি সারা দেশে অনুসরণ করা হয়। ইওআই একটি দরপত্র নয়, এটি কেবলমাত্র ইন্ডেন পরিবেশকদের জন্য একটি আমন্ত্রণ যে তারা প্রস্তাবিত দরপত্রে অংশ নেবে কি না সে সম্পর্কে তাদের আগ্রহ দেখানোর জন্য। ইওআই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিবেশকরা যারা ইওআই-তে অংশ নিতে রাজি নন, তারা ইচ্ছুক পরিবাহকদের সাথে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অধিকারী।

অতএব, ইওআই হল পরিবেশকদের ইচ্ছা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া যদি তারা দরপত্র প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হারে উল্লম্ব অবস্থানে প্যাক করা এলপিজি সিলিন্ডার গুদামে পরিবহন করে। উত্তরদাতাদের দ্বারা এটিও অনুরোধ করা হয় যে ই. ও. আই বিষয়টির জন্য কোনও ই. এম. ডি প্রদেয় নয় এবং তাই ই. ও. আই বিষয়ে অংশ নেওয়ার পরে প্রস্তাবিত দরপত্র থেকে ইন্ডেন পরিবেশকদের দ্বারা প্রস্তাব প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে ই. এম. ডি বাজেয়াপ্ত করার কোনও জরিমানা হতে পারে না। যদি পরিবেশকরা ই. ও. আই বিষয়ে অংশ নেয় তবে তারা আর্থিকভাবে উপকৃত হবে কারণ তারা কোনও অগ্রাধিকার বয়স না থাকার শিথিল মানদণ্ডে তাদের ট্রাকগুলি সরবরাহ করতে পারে। এটি শুধুমাত্র পরিবেশকদের জন্য প্রদত্ত একটি বিশেষ সুবিধা। যেহেতু ইওআই এমনকি একটি প্রস্তাবও নয়, একটি সমাপ্ত চুক্তি বা চুক্তিও নয়, রিট কোর্টের উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে কোনও বিশেষাধিকার রিট জারি করার কোনও এখতিয়ার নেই।

৮। উপরোক্ত বিবাদীদের পক্ষে দাখিল করা হলফনামার বিরুদ্ধে হলফনামা দাখিল করে আবেদনকারীরা রিট আবেদনে তাদের বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করেছেন। হলফনামার জবাবে, আবেদনকারীরা আবারও EOI-এর ধারা ৯, ১০ এবং ১১ এবং পরিশিষ্ট-১ এবং পরিশিষ্ট-৭-এর ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

আবেদনকারীদের মতে, উক্ত বিধানগুলি কেবল স্বেচ্ছাচারী বা নিপীড়নমূলকই নয়, উত্তরদাতাদের উচ্চ হৃদয়ের স্পষ্ট প্রদর্শনও। আবেদনকারীরা আরও বলেছেন যে ২০২১ সালে যখন উত্তরদাতাদের দ্বারা অনুরূপ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল তখন তারা দরপত্রের হার সম্পর্কে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করেছিলেন, তবে ইওআই এর ২০২১ এখনও কার্যকর করা হয়নি।

৯। প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতারা একটি সম্পূরক হলফনামাও দাখিল করেছেন যাতে নথিভুক্ত করা যায় যে, কিছু এলপিজি পরিবেশক ২১ জুন, ২০২৩ বর্তমান ইন্ডেন পরিবেশকদের জন্য ১ নং উত্তরদাতা কর্তৃক জারি করা ইওআই সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা দিয়েছেন, যাতে তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য এলপিজি পরিবেশক/গ্রাহকদের সরবরাহের জন্য একক হারের ভিত্তিতে এক্স-বাজ বাজ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য নতুন দরপত্র আহ্বান করতে পারেন। মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চের আদেশ অনুসারে, ইওআই সংক্রান্ত প্রস্তাব পাওয়ার পর উত্তরদাতারা দেখতে পান যে, এলপিজি পরিবেশকদের আটজন সদস্য ই-ক্রয় পোর্টালে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। বিতরণকারীদের নাম উল্লিখিত সম্পূরক হলফনামার একটি পৃথক সংযুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০। রিট আবেদনকারীরা উপরে উল্লিখিত সম্পূরক হলফনামার বিরুদ্ধেও হলফনামা দাখিল করেছেন। হলফনামায় রিট আবেদনকারীরা বলেছেন যে এটি ৯৩৭টি এলপিজি পরিবেশকের একটি সংগঠন যারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট থেকে এলপিজি ব্যাকড সিলিন্ডার বিতরণের কাজে নিযুক্ত।

উল্লিখিত ৯৩৭টি এলপিজি পরিবেশকের মধ্যে মাত্র আটটি পরিবেশক উক্ত পরিবেশকদের উপর বিবাদী কর্পোরেশনের অযাচিত প্রভাবের কারণে উক্ত EOI-তে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ইওআই-তে অংশগ্রহণ না করলে বিবাদী কোম্পানি কর্তৃক তাদের আগ্রহ প্রকাশে আরও অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হবে। তাই, ভবিষ্যতে বিবাদী কোম্পানি কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে তারা তাদের প্রস্তাব জমা দিয়েছেন।

১১। এগুলি সবই পক্ষগুলির যুক্তি সম্পর্কে।

১২। রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইওআই-এর ধারা ৯,১০ এবং ১১ নং তীব্র সমালোচনা করেছেন। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকিতে এই আদালত নথিভুক্ত করেছে যে ইওআই-এর ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই ইওআই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্যাক করা ট্রাক সরবরাহকারী এলপিজি বিতরণকারীদের জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রাক বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত পাবলিক টেন্ডারের চূড়ান্ত এল-১ হার প্রযোজ্য করা হবে। এলপিজি বিতরণকারীদের সাধারণ পরিবহণকারী টেন্ডারে আসা এল-১ হার নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার থাকবে না। এটি শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জমা দিয়েছেন। বন্দোপাধ্যায় বলেন, এই ধারাটি সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ও অন্যায্য এবং লঙ্ঘনকারী কারণ বন্টনকারীদের কাছে যদি এল-১ হার গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে সাধারণ পরিবহণকারী টেন্ডারে আসা এল-১ হার নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অধিকার তাদের নেই। আবার যদি পরিবহণকারী টেন্ডারে আসা এল-১ হার বিতরণকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তারা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না। অন্য কথায়, মিঃ বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য হলো, আগ্রহ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা হলো পরিবেশকদের হার নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার নেই এবং দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দর নির্ধারণ করা হবে যেখানে আইওসিএল এবং সাধারণ পরিবহনকারীদের মধ্যে দরপত্রে নির্ধারিত এল-১ হারের ভিত্তিমূল্য নিয়ে আন্দোলন করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না।

১৩। ইওআই-এর ১০ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দরপত্র চূড়ান্ত করার সময় বা পরে এলপিজি পরিবেশক যদি ইওআই প্রত্যাহার করে নেন বা সাধারণ দরপত্রে এল-১ হার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তা হলে তাঁর ই. এম. ডি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পরিবেশককে বিদ্যমান দরপত্রে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। সুতরাং, যে পরিবেশকরা দরপত্র প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত এল-১ হার গ্রহণ করার মতো অবস্থানে নেই, যেখানে তাঁদের অংশ নেওয়ার অনুমতি নেই, তাঁরা শুধুমাত্র আগ্রহ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের ইচ্ছার কারণে বিদ্যমান দরপত্রে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রবীণ কৌঁসুলি প্রশ্ন তুলেছেন যে আমাদের হাতে থাকা এই ধরনের চুক্তির বিষয়ে কোনও প্রস্তাব বিবেচনা প্রকাশ না করেই দেওয়া যেতে পারে কিনা। সুতরাং, বিতরণকারীরা এল-১ হার গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যা তাদের পক্ষে অন্যায় বা দুর্বোধ্য হতে পারে। দাম সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন না করে। বিতরণকারীদের ভাগ্য নির্ভর করবে আই. ও. সি. এল এবং সাধারণ পরিবহনের মধ্যে টেন্ডারে নিষ্পত্তি হওয়া পরিবহণের হার বৃদ্ধি/হ্রাসের উপর। এটি মিঃ দ্বারাও জমা দেওয়া হয়। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, দরপত্রের নথির যে কোনও শর্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরিবেশকদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে যা তারা এই তারিখ পর্যন্ত জানেন না। ইওআই-এর ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ধারা এবং প্রস্তাবিত অঙ্গীকারটি অন্যায্য, অন্যায্য এবং অসৎ ।

অতএব, ইওআই বাতিল এবং প্রত্যাহারের নির্দেশ দেওয়া উচিত এবং এই উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে রিট অফ ম্যান্ডামাস জারি করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় **অখিল ভারতীয় শোষিত কর্মচারী সংঘ (রেলওয়ে)-এর** ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন **অ্যাসোসিয়েশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যদের পক্ষে সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (১৯৮১) ১ এসসিসি. ২৪৬**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি তার বর্তমান আকারে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাকে উক্ত প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬২ দিকে নিয়ে যায়। উক্ত প্রতিবেদনে প্রত্যর্থী ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া একটি প্রযুক্তিগত বিষয় উত্থাপন করেছে যে আবেদনকারী নং এল একটি অননুমোদিত সমিতি এবং তাই আবেদনকারী সেই পরিমাণে টেকসই নয়। এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে আবেদনকারীরা কোনও স্বীকৃত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক, সত্যটি রয়ে গেছে যে একটি সাধারণ অভিযোগ সহ ব্যক্তিদের একটি বড় গোষ্ঠী বিদ্যমান এবং তারা সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, আমাদের বর্তমান প্রক্রিয়াগত আইনশাস্ত্র স্বতন্ত্র অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাঁচের নয়। এটি বিস্তৃত ভিত্তিক এবং জনমুখী, এবং 'শ্রেণী কর্ম', 'জনস্বার্থ মামলা' এবং 'প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যধারা' এর মাধ্যমে ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেসের কল্পনা করে। প্রকৃতপক্ষে, বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র ভারতীয়রা যৌথ কার্যধারার মাধ্যমে আদালতে প্রতিকার চাইছে, অনেক মামলাগুলির ব্যয়বহুল বহুত্বের দিকে চালিত হওয়ার পরিবর্তে, আমাদের গণতন্ত্রে অংশগ্রহণমূলক ন্যায়বিচারের একটি ইতিবাচক দিক। আমাদের এই ধারণায় কোনও দ্বিধা নেই যে 'কর্মের কারণ' এবং 'ব্যক্তি ক্ষুব্ধ' এবং ' ব্যক্তিগত মামলা কিছু বিচারব্যবস্থায় অপ্রচলিত হয়ে উঠছে।

১৪. শ্রী বন্দোপাধ্যায় বলেন, আবেদনকারীদের সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জুড়ে বিতরণকারীদের ৯৩৭ জন সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করে। সমিতির পরিচালনা পর্ষদ একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে যথাযথভাবে সুপারিশ করা সমিতির পক্ষে অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী হিসাবে একজন বিজন বিহারী বিশ্বাস সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেন। অতএব, আবেদনকারীদের সংগঠনগুলি উক্ত বিয়ান বিহারী বিশ্বাস দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। একই মতামত মিনি বাস অপারেটর কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডিভিশন বেঞ্চ এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা (১৯৮৭) ২ সিএইচএন ২৭৬ এ রিপোর্ট করেছে। উপরোক্ত প্রতিবেদনের ৪৮ অনুচ্ছেদে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ ডি. এস. নাকাড়া বনাম ভারত সরকার, (১৯৮৩) ১ এস. সি. সি ৩০৫, এস. পি গুপ্ত বনাম ভারত সরকার, (১৯৮১) এস. সি. সি সাপোর্ট ৮৭ এবং বান্ধুয়া মুটি মার্চা বনাম। ভারত সরকার, (১৯৮৪) ৩ এস. সি. সি ১৬১-এর উপর নির্ভর করে বলেছে যে যে কোনও নাগরিক জনসাধারণের প্রতিকারের কারণকে সমর্থন করতে পারে। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত সংস্থা দ্বারা দায়ের করা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে একটি আবেদন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণকারীদের পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী কোনও অনুমোদিত সদস্য দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা রিট পিটিশনটি খুব ভালভাবে বজায় রাখতে পারে।

১৫। এই প্রসঙ্গে, শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে এই -এর ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত উপরোক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ ৪৯ কথা উল্লেখ করেছেন আদালতঃ-

"মামলা করার অধিকার"-র গোঁড়া ধারণাটি অন্যদের মধ্যে উপরের মতো সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি আমূল পরিবর্তন নিয়েছে এবং এমনকি উক্ত সমিতির প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা এই বিষয়ে উত্তরদাতাদের জমা দেওয়া বিষয়গুলি সমর্থন করি, তবে এটি ন্যায্য হবে না, তবে এটি খুব সংকীর্ণ হবে এবং রায়ের সাম্প্রতিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। সুতরাং, আমরা মনে করি যে রিট পিটিশনটি সেইসাথে উক্ত সমিতি এবং তাদের সদস্য এবং সহযোগীদের দ্বারা গৃহীত আপিলও রক্ষণযোগ্য হবে এবং এইভাবে উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রস্তাবিত লোকাস স্ট্যান্ডির উপর জমা দেওয়া বিষয়গুলি গ্রহণযোগ্য হবে না।"

১৬. একই প্রসঙ্গে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় **(২০০০) ৭ এসসিসি ৫৫২ এ প্রকাশিত এম. এস জয়রাজ বনাম আবগারি কমিশনার, কেরালা ও অন্যান্য** বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

"১৪। লোকাস স্ট্যান্ডির সম্প্রসারিত ধারণার আলোকে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে আবগারি কমিশনারের আদেশ আইন লঙ্ঘন করে পাস করা হয়েছিল, আমরা কেবল লোকাস স্ট্যান্ডির ভিত্তিতে প্রস্তাবটি বাতিল করতে চাই না। যদি আবগারি কমিশনারের কোনও মদের দোকানের মালিককে (যার জন্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল) সীমার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার এবং অন্য পরিসরে তার ব্যবসা করার কোনও কর্তৃত্ব না থাকে তবে এই ধরনের আদেশকে জীবিত এবং কার্যকর থাকার অনুমতি দেওয়া অনুচিত হবে যে যে ব্যক্তি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন তার কঠোরভাবে কোনও লোকাস স্ট্যান্ডি নেই। তাই আমরা যোগ্যতার ভিত্তিতে বিতর্কগুলি বিবেচনা করতে এগিয়ে যাই।"

১৭। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি পরবর্তী স্থানে **টাটা সেলুলার বনাম ভারত ইউনিয়নের উপর নির্ভর করে (১৯৯৪) ৬ এস. সি. সি ৬৫১** এ রিপোর্ট করেছেন যে সরকারী চুক্তি এবং দরপত্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ অবশ্যই সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

স্বেচ্ছাচারিতা বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলির চুক্তিভিত্তিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যালোচনার নীতি প্রযোজ্য হবে। যাইহোক, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সেই ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকার রাষ্ট্রের অর্থের অভিভাবক। সর্বনিম্ন বা অন্য যে কোনও দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সর্বদা সরকারের কাছে উপলব্ধ। তবে, একটি দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সময় সংবিধানের অনুচ্ছেদে ১৪ বর্ণিত নীতিগুলি মাথায় রাখতে হবে। সরকার যদি সেরা ব্যক্তি বা সেরা উদ্‌ধৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে তবে অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। বেছে নেওয়ার অধিকারকে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। অবশ্যই, যদি উক্ত ক্ষমতা কোনও জামানত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, এলপিজি পরিবেশকদের আগ্রহের প্রকাশের বিষয়ে একমত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কোন বেস রেটের জন্য আগ্রহের প্রকাশ জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনও তথ্য না দিয়ে। উত্তরদাতাদের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বটলিং প্ল্যান্ট থেকে পরিবেশকের গুদামের উল্লম্ব বিন্দুতে এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের হার টেন্ডারে বিবেচনা করা হবে যা সাধারণ পরিবহনের জন্য চালু করা হবে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিতরণকারীদের বাদ দেওয়া হয়। যাইহোক, পরিবহন খরচের বিষয়ে কোনও বক্তব্য না দিয়ে আগ্রহ প্রকাশের বিষয়ে সম্মতি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তাদের রয়েছে। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বিতর্কিত ইওআই স্বেচ্ছাচারী, অন্যায্য, দুর্বোধ্য এবং এর এই দিক থেকে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বিষয়।

১৮। শ্রী বন্দোপাধ্যায় আরও বলেন যে, যেখানে চুক্তিভিত্তিক বিরোধকে আইনের উপাদান হতে হবে, সেখানে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখন এটা সাধারণ ব্যাপার যে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে রিট পিটিশনের মাধ্যমে শুধুমাত্র সরকারি আইনের প্রতিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে। যতদূর পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক বিরোধের কথা বলা যায়, তা অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার বাইরে, একমাত্র ব্যতিক্রম সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে এই ধরনের চুক্তিভিত্তিক বিরোধের একটি সরকারি আইনের উপাদান রয়েছে। শ্রী বন্দোপাধ্যায় বলেন যে, এই বিষয়ে আইনটি **জোশী টেকনোলজিস ইন্টারন্যাশনাল আইএনসি বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য (২০১৫) ৭ এসসিসি ৭২৮**-এ বর্ণিত হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ৬৯ বলা হয়েছে যে, এমনকি চুক্তিভিত্তিক বিষয়গুলিতে বা যেখানে সত্যের বিতর্কিত প্রশ্ন রয়েছে বা এমনকি আর্থিক দাবি উত্থাপিত হয়েছে সেখানেও রিট পিটিশনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার কোনও সম্পূর্ণ বাধা নেই। একই সময়ে, বিচক্ষণতা হাইকোর্টের উপর নির্ভর করে, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে অস্বীকার করতে পারে। এটি আরও অনুসরণ করে যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আদালত সাধারণত এই ধরনের বিচক্ষণতা প্রয়োগ করবে নাঃ

"৬৯.১. আদালত বিষয়টি পরীক্ষা করতে পারে না যদি না পদক্ষেপের সাথে কিছু পাবলিক আইন চরিত্র সংযুক্ত থাকে।

৬৯.২ যখনই চুক্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়, তখন হাইকোর্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে তার বিবেচনার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে এবং পক্ষটিকে কথিত নিষ্পত্তির দিকে ঠেলে দেয়, বিশেষত যখন বিরোধ নিষ্পত্তি সালিশের মাধ্যমে করা হয়।

৬৯.৩. যদি সত্যের খুব গুরুতর বিতর্কিত প্রশ্ন থাকে যা জটিল প্রকৃতির হয় এবং তাদের নির্ধারণের জন্য মৌখিক প্রমাণের প্রয়োজন হয়।

৬৯.৪। বিশেষত চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্‌ভূত অর্থের দাবিগুলি সাধারণত ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না।“

সুপ্রিম কোর্ট উপরোক্ত রায়ের ৭০ অনুচ্ছেদে আরও বলেছেঃ-

“৭০. রাজ্য/সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারী পক্ষের সাথে করা চুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিস্থিতি/দিক নিয়ে এই আদালতের বিভিন্ন রায় থেকে উদ্‌ভূত আরও আইনি অবস্থান নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

৭০.১. একটি চুক্তিতে প্রবেশের পর্যায়ে, রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতার মধ্যে কাজ করে এবং ন্যায্যতার বাধ্যবাধকতা দ্বারা আবদ্ধ।

৭০. ২ রাষ্ট্র তার নির্বাহী ক্ষমতা অনুযায়ী, এমনকি চুক্তিভিত্তিক ক্ষেত্রেও, ন্যায্যভাবে কাজ করতে বাধ্য এবং কিছু বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না।

৭০. ৩ এমনকি যে ক্ষেত্রে চুক্তির ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির পছন্দ বা বিবেচনার প্রশ্ন থাকে, সেখানেও ১৪ অনুচ্ছেদ লঙঘনের প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার আগে তথ্যগুলি তদন্ত করে খুঁজে বের করতে হবে। যদি সেই তথ্যগুলি বিতর্কিত হয় এবং প্রমাণের মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় যার সঠিকতা কেবল বিশদ প্রমাণ গ্রহণের মাধ্যমে সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে, সাক্ষীদের পরীক্ষা এবং পাল্টা পরীক্ষা জড়িত থাকে, তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে কার্যধারায় মামলাটি সুবিধাজনকভাবে বা সন্তোষজনকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে আদালত অভিযুক্ত পক্ষকে দেওয়ানি মামলা ইত্যাদির বিকল্প প্রতিকার অবলম্বন করার নির্দেশ দিতে পারে।

৭০.৪। অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার স্বেচ্ছায় বহন করা বাধ্যবাধকতা এড়ানোর সুবিধার্থে ছিল না।

৭০.৫। চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা এড়াতে রিট আবেদনটি রক্ষণযোগ্য ছিল না। চুক্তিতে সম্মত শর্তাবলী পালনে বাণিজ্যিক অসুবিধা, অসুবিধা বা কষ্টের ঘটনা চুক্তির শর্তাবলী মেনে না চলার কোনও যুক্তি প্রদান করতে পারে না যা পক্ষগুলি খোলা চোখে গ্রহণ করেছিল।

এটি কখনই হতে পারে না যে কোনও লাইসেন্সধারী লাইসেন্সটি তৈরি করতে পারে যদি সে এটি করা লাভজনক বলে মনে করেঃ এবং যে শর্তগুলির অধীনে সে লাইসেন্স নিতে রাজি হয়েছিল তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যদি সে তার ব্যবসা পরিচালনা করা বাণিজ্যিকভাবে অযৌক্তিক বলে মনে করে।

৭০.৬। সাধারণত, যেখানে চুক্তি লঙঘনের অভিযোগ করা হয়, সেখানে এই ধরনের লঙঘনের অভিযোগকারী পক্ষ চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য মামলা করতে পারে, যদি চুক্তিটি নির্দিষ্টভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। অন্যথায়, পক্ষটি ক্ষতির জন্য মামলা করতে পারে।

৭০. ৭। রিট জারি করা যেতে পারে যেখানে আইন দ্বারা অসমর্থিত নির্বাহী ব্যবস্থা রয়েছে বা এমনকি কোনও কর্পোরেশনের ক্ষেত্রেও আইনের সামনে সমতা বা আইনের সমান সুরক্ষা অস্বীকার করা হয়েছে বা যদি দেখানো যায় যে সরকারী কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ কোনও শুনানি না দিয়ে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙঘন না করে এই পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি পালন না করে।

৭০. ৮। যদি বেসরকারী পক্ষ এবং রাষ্ট্র/যন্ত্রপাতি এবং/অথবা রাষ্ট্রের সংস্থার মধ্যে চুক্তি কোনও বেসরকারী আইনের আওতায় থাকে এবং সরকারী আইনের কোনও উপাদান না থাকে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য স্বাভাবিক পথ হল, ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে উচ্চ আদালতে যাওয়ার এবং তার অসাধারণ এখতিয়ার আহ্বান করার পরিবর্তে সাধারণ দেওয়ানি আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিকারগুলি আহ্বান করা।

৭০.৯। রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিতে সরকারি আইন এবং বেসরকারি আইনের উপাদানের মধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবে, এটি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয়নি এবং যেখানে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে চুক্তির বেসরকারি ক্ষেত্রে পড়ে। এই আদালত এই অবস্থান বজায় রেখেছে যে রিট পিটিশন রক্ষণযোগ্য নয়। সরকারি আইন এবং বেসরকারি আইনের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অধিকার এবং প্রতিকার প্রতিটি মামলার প্রকৃত ম্যাট্রিক্স এবং সরকারি আইন প্রতিকার এবং বেসরকারি আইনের মধ্যে পার্থক্যের উপর নির্ভর করবে, ক্ষেত্রটি নির্ভুলতার সাথে চিহ্নিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি মামলা তার তথ্যের উপর পরীক্ষা করতে হবে যে

পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিগত সম্পর্কগুলি জনসাধারণের উপাদানের চিহ্ন বহন করে। একবার কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যে দেখা যায় যে কার্যকলাপ বা বিতর্কের প্রকৃতি জনসাধারণের আইনের উপাদানের সাথে জড়িত, তারপরে বিষয়টি হাইকোর্ট দ্বারা ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে রিট পিটিশনে পরীক্ষা করা যেতে পারে যে রাষ্ট্র এবং/অথবা যন্ত্রপাতি বা রাষ্ট্রের সংস্থার পদক্ষেপ ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত কিনা বা প্রাসঙ্গিক কারণগুলি বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং অপ্রাসঙ্গিক কারণগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে যায় নি বা সিদ্ধান্তটি নির্বিচারে নয়।

৭০.১০। একজন নাগরিকের কাছ থেকে শুধুমাত্র যুক্তিসঙ্গত বা বৈধ প্রত্যাশা, এই ধরনের পরিস্থিতিতে, নিজেই একটি স্বতন্ত্র প্রয়োগযোগ্য অধিকার নাও হতে পারে, তবে এটি বিবেচনা করতে এবং যথাযথ গুরুত্ব দিতে ব্যর্থতা সিদ্ধান্তটিকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলতে পারে এবং এভাবেই একটি বৈধ প্রত্যাশার যথাযথ বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা অ-স্বেচ্ছাচারিতার নীতির অংশ গঠন করে।

৭০.১১। চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার আওতায় আসা বিরোধের ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ আরও সীমিত হতে পারে এবং সন্দেহজনক ক্ষেত্রে পক্ষগুলি সম্পূর্ণরূপে চুক্তিগত বিরোধের বিচারের জন্য প্রদত্ত প্রতিকারের মাধ্যমে তাদের অধিকারের বিচারের জন্য অবনমিত হতে পারে।“

১৯। (২০০৭) ৮ এসসিসি. ১ এ রিলায়েন্স এনার্জি লিমিটেড এবং আনার বনাম। মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং অন্যান্য বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, "আইনের শাসনের" একটি মৌলিক দিক হল আইনি নিশ্চয়তা। অনুচ্ছেদ ১৪ সরকারি নীতিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং যদি সরকারের নীতি বা আইন, এমনকি চুক্তিভিত্তিক বিষয়গুলিতেও, "যুক্তিসঙ্গততার" পরীক্ষা সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়, তবে এই ধরনের আইন বা সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক হবে। যখন আগ্রহের অভিব্যক্তি আহ্বান করা হয়, তখন শর্তাবলী এবং শর্তগুলি অবশ্যই আইনি নিশ্চয়তা, নিয়ম এবং মানদণ্ডের সাথে নির্দেশ করতে হবে।

এই "আইনি নিশ্চয়তা" আইনের শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদি উক্ত নিয়মাবলীতে অস্পষ্টতা বা বিষয়গততা থাকে তবে এর ফলে অসম ও বৈষম্যমূলক আচরণ হতে পারে। এটি "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড" এর মতবাদ লঙঘন করতে পারে। পরিবেশকরা দরপত্রের প্রকৃতি এবং পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি যেমন, বর্তমান কাজের তারিখ, 'পরিবহণের হার নির্ধারণের পদ্ধতি, আয় ও দায়বদ্ধতার মূল্যায়নের জন্য অনুমান, শ্রম খরচ, ভাড়া মজুরি, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ডিএ বৃদ্ধি, জ্বালানি খরচ, ভৌগলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন খরচ যা হার চূড়ান্ত করার জন্য বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন তা জানতেন না। দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিতরণকারীদের কোনও বক্তব্য রাখার অনুমতি নেই যেখানে শুধুমাত্র উত্তরদাতা এবং সাধারণ পরিবাহকরা উপস্থিত থাকবেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ইওআই যুক্তিসঙ্গততার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় এবং সেই অনুযায়ী, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ লঙঘন করে।

২০। উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান সিনিয়র কাউন্সেল জনাব জয়দীপ কার প্রথমে জমা দেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ধারা ১৯ বিধানের অধীনে তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি রক্ষণযোগ্য নয়। ধারা ১৯ (১) এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রতিটি সমিতি রাষ্ট্রপতি, সচিব বা এই বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনও পদাধিকারীর নামে মামলা করতে পারে বা মামলা করতে পারে। তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি সেই সমিতি দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল যা আইনী ব্যক্তি নয় এবং তাই মামলা করার কোনও অধিকার নেই। তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী কর এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন, **১২ আই. সি. বোস রোড টেন্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন বনাম আই. সি. বোস রোড টেন্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন বনাম হাওড়া এবং অন্যান্য জেলার কালেক্টর ১৯৭৭ রিপোর্ট করেছেন সিএইচএন ৯৬৫।**

সমিতি ১৮৯৪ সালের ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ৬ এর অধীনে একটি ঘোষণাকে চ্যালেঞ্জ করে, যার পূর্বে উক্ত আইনের ধারা ৪ এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত আপিলের ক্ষেত্রে, বিবাদীরা সমিতির নামে একটি রিট পিটিশন বজায় রাখার জন্য সমিতির অবস্থানগত অবস্থানের বিষয়টি উত্থাপন করেন। ডিভিশন বেঞ্চ উপরোক্ত বিষয়টি নিম্নরূপে সিদ্ধান্ত নেয়:

> "আমরা প্রথমে রিট পিটিশন বজায় রাখার জন্য আবেদনকারীর অবস্থান বিবেচনা করতে পারি। ডিসেম্বর ২, ১৯৭৪ ধারা ৪ এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পরে, উক্ত প্রাঙ্গনের ভাড়াটেরা নিজেদের একটি অ্যাসোসিয়েশনে গঠন করে যা আমাদের সামনে আপিলকারী। আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে এবং এর নিবন্ধিত অফিস ১২, আই. সি. বোস রোড হাওড়া। অনুচ্ছেদ ২২৬ একজন ব্যক্তির মৌলিক বা আইনি অধিকার লঙঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে কোনও ত্রাণ প্রদানের পূর্বশর্ত হল একজন ব্যক্তির মৌলিক বা আইনি অধিকারের অস্তিত্ব এবং সেই অধিকারের লঙঘন। অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে আবেদনের ভিত্তি যে অধিকার তা একটি ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তিগত অধিকার। আইনি অধিকার একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার বা আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার হতে পারে। এই বিষয়ে আইনের নীতিগুলি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা মন্ত সুব্রত জৈন বনাম হরিয়ানা রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৭৭ এস. সি ২৭৬ এ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে এটি প্রাথমিক যে কেউ আইনি অধিকার ছাড়া একটি ম্যান্ডামাস চাইতে পারে না। আইনি অভিযোগের সম্মুখীন হওয়ার আগে আইনত সুরক্ষিত অধিকার হিসাবে অবশ্যই একটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকতে হবে। কোনও ব্যক্তিকে তখনই আগ্রাসী বলা যেতে পারে যখন কোনও ব্যক্তিকে কোনও কিছু করার বা কিছু করা থেকে বিরত থাকার আইনি দায়িত্ব রয়েছে এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা আইনী অধিকার অস্বীকার করা হয়। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, উল্লিখিত প্রাঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত জমি অধিগ্রহণের ফলে যে ব্যক্তিরা প্রভাবিত হবেন তারা হলেন মালিকের পাশাপাশি একই দখলে থাকা ভাড়াটিয়া, তবে অবশ্যই আপিলকারী নন। আপিলকারীর কোনও আইনি অধিকার নেই এবং তাই আইনি অধিকার লঙঘনের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আপিলকারীর অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজন করা জমি এবং জায়গায় কোনও স্বার্থ নেই এবং তাই তিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নন। বিজ্ঞ বিচারক যথাযথভাবেই বলেছেন যে আপিলকারীর কোনও অধিকার নেই।

২১। শ্রী কর বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর অধীনে নিবন্ধিত সমিতি হওয়ায় আবেদনকারী রাষ্ট্রপতি, সচিব বা পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ এর ধারা ১৯ (১) এ বিবেচিত এই বিষয়ে গভর্নিং বডি কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনও কর্মকর্তার নামে মামলা করতে পারেন বা মামলা করতে পারেন। তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি বিজন বিহারী বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতি দ্বারা দায়ের করা হয়। আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রকাশের পরে আবেদনকারীদের সংস্থাগুলিকে ক্ষুব্ধ বলা যায় না। বিতরণকারীরা ক্ষুব্ধ হতে পারে বা নাও হতে পারে। আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে তাদের আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে বা নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিবেশকরা বা তাঁদের মধ্যে যে কোনও একজন প্রতিনিধি রিট পিটিশন দাখিল করতে পারেন। সমিতিগুলি রিট পিটিশনগুলি যে পদ্ধতিতে এবং ফর্মটিতে দায়ের করা হয়েছে সেই পদ্ধতিতে এবং ফর্মটি বজায় রাখতে পারে না। একই বিষয়ে শ্রী কর **(২০০৩) ৮ এসসিসি ৪১৩-এ প্রকাশিত ইলাচি দেবী (মৃত) আইনি প্রতিনিধি দ্বারা এবং অনান্য বনাম জৈন সোসাইটি, প্রোটেকশন অফ অরফানস ইন্ডিয়া এবং অনান্য**-এর উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ২১ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত কোনও সমিতি কোনও কর্পোরেট সংস্থা নয় যা কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের অধীনে নিবন্ধিত কোনও সমিতি কোনও আইনী ব্যক্তি নয়। প্রোবেট বা প্রশাসনিক পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে আইনটি কেবল একজন আইনী ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেয়, কেবল ব্যক্তিদের সমষ্টি বা এমন কোনও সংস্থাকে নয় যার আইনী ব্যক্তি হিসাবে কোনও আইনী স্বীকৃতি নেই।

তিনি **২০০৯ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ৯০৯ প্রকাশিত ওয়াই. এম. সি. এ বনাম স্কিপার্স টেক্সটাইলস প্রাইভেট লিমিটেডের** এই আদালতের আরেকটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রতিবেদনে **ইলাচি দেবীর (উপরোক্ত)** সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে একটি সমিতি আইনজ্ঞ ব্যক্তি নয়। অন্যদিকে, একটি সংস্থা কর্পোরেট সংস্থা হওয়ার কারণে একটি আইনজ্ঞ ব্যক্তি, যেখানে নিবন্ধিত সমিতি এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ এর ধারা ১৯ বিশেষভাবে সোসাইটির সভাপতি, সচিব বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনও পদাধিকারীর নামে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা ও কার্যধারার বিধান রয়েছে।

২২. টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ কোম্পানি লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্য ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের একটি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে বিদ্বান আইনজীবী মিঃ কার বলেন যে, এআইআর ১৯৬৫ এসসি ৪০, বলা হয়েছে যে, এমনকি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ অধীনে সুরক্ষিত সংস্থা বা কর্পোরেশনের মতো আইনজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে বলা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে, "আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও সন্দেহ নেই যে, যদিও ১৯ নং অনুচ্ছেদটি নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবুও সংবিধান-নির্মাতারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, ১৯ নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলি আহ্বান করার জন্য কর্পোরেশনগুলির দাবি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে আদালতগুলি পর্দা উত্তোলনের মতবাদের উপর ভিত্তি করে কাজ করবে এবং এই বিষয়ে কর্পোরেশনগুলির প্রচেষ্টাকে ১৯ নং অনুচ্ছেদের বাইরে পড়ে বলে বিবেচনা করবে না।" "পর্দা উত্তোলনের ধারণাটি" কার্যকর হয় যখন যে কোনও সংখ্যক সংস্থার মৌলিক অধিকার

লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরিচালক থেকে শুরু করে শেয়ারহোল্ডার পর্যন্ত। এই ক্ষেত্রে মৌলিক ও আইনি অধিকার অস্বীকারের শিকারদের খুঁজে বের করার জন্য কর্পোরেট পর্দা তুলে নেওয়ার দায়িত্ব আদালতের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাযথ স্বস্তি প্রদান করা উচিত।

২৩। এরপরে শ্রী কর যোগ্যতার ভিত্তিতে রিট পিটিশনগুলিকে আক্রমণ করেন। তাঁর দ্বারা জমা দেওয়া হয় যে আবেদনকারীরা উত্তরদাতাদের, তাদের লোক, এজেন্ট, কর্মচারী, নিয়োগকারীদের বাতিল/বাতিল করার নির্দেশ দিয়ে রিট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং প্রস্তাবিত প্যাকড পরিবহন দরপত্রের সাথে সংযুক্ত একক হারের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে নিজস্ব লোড পরিবহনের জন্য ইণ্ডেন এলপিজি সিলিন্ডারের বিদ্যমান বিতরণকারীদের জন্য প্রকাশিত আগ্রহের অভিব্যক্তি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিকল্পভাবে, আবেদনকারীরা আবেদনকারী, তাঁদের লোক, প্রতিনিধি, কর্মচারী, নিয়োগকর্তাদের ২০২৩-২০২৮ প্যাকড পরিবহণ দরপত্র প্রত্যাহার না করে এবং/অথবা বাতিল না করে প্যাকড পরিবহণ দর ২০২৩-২০২৮-এর সাথে সংযুক্ত একক হারের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে নিজস্ব লোড পরিবহনের জন্য ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডারের বিদ্যমান বিতরণকারীদের জন্য বর্তমান আগ্রহের অভিব্যক্তিগুলি বাতিল না করে প্যাকড পরিবহণ দরপত্র চালু করার জন্য নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এটি শ্রী। কার দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে উপরে উল্লিখিত উভয় প্রার্থনা একসাথে দাঁড়াতে পারে না। যদি রিট আবেদনকারীরা বাতিল এবং/অথবা ইওআই প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা করে তবে তারা একই সময়ে উত্তরদাতাদের প্যাকড পরিবহন দরপত্র ২০২৩-২০২৮ ফ্লোট করার জন্য সীমাবদ্ধ করার জন্য প্রার্থনা করতে পারে না। শ্রী কর দাখিল করেছেন যে, পরিবেশকরা প্যাক করা এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য কতগুলি ট্রাক সরবরাহ করতে পারবেন তা নির্ধারণের জন্য কেবলমাত্র পরিবেশকদের দ্বারা EOI প্রকাশ করা হয়েছিল।

তেল নিগম যখন জানবে যে বিতরণকারীদের দ্বারা পরিবহনের জন্য কতগুলি ট্রাক ব্যবহার করা যেতে পারে, তখনই কর্পোরেশন সাধারণ পরিবাহকদের কাছ থেকে বাকি সংখ্যক ট্রাক নেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করতে পারবে। তবে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দরপত্রে যে এল ১ হার নির্ধারণ করা হবে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। ইওআই-এর পরে যদি কর্পোরেশন ট্রাকের সংখ্যায় ঘাটতি খুঁজে পায়, তবে কেবল কর্পোরেশনই দরপত্র আহ্বান করবে। যাই হোক না কেন, পরিবেশকদের পরিবহণের অধিকার প্রভাবিত হবে না কারণ কোনও পরিবেশক যদি আগ্রহ প্রকাশের বিষয়ে সম্মতি না দিতে চান তবে তিনি সাধারণ পরিবাহক হিসাবে টেন্ডারে অংশ নেওয়ার অধিকারী।

২৪। শ্রী কর বলেছেন যে, যদি পরিবেশকদের কাছে ইওআই খারাপ বলে মনে হয়, তবে তাদের কাছে ইওআই থেকে দূরে থাকার এবং সাধারণ দরপত্রে অংশ নেওয়ার বিকল্প রয়েছে। আই. ও. সি. এল-এর পক্ষে বিদ্বান উকিলের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে, পরিবেশকরা যদি ইওআই-তে ইচ্ছুক হন, তাহলে পরিবেশকরা কিছু সুবিধা ও সুবিধা পাবেন, উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশকদের ক্ষেত্রে ট্রাকের বয়স বিবেচনা করা হবে না। অতএব, কোনও গাড়ি যে বছরের জন্য ট্রাকটি পণ্য পরিবহনের অধিকারী ছিল সেই সীমা অতিক্রম করলে পরিবেশকের পরিবহনের জন্য এই সীমা শিথিল করা হবে। দ্বিতীয়ত, তারা ই. এম. ডি ইত্যাদি প্রদান থেকে ছাড় পাওয়ার অধিকারী। অতএব, পরিবেশকরা অনেক সুবিধা পাবেন যদি তারা ইওআই-এ তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২৫। শ্রী কর আরও যুক্তি দিয়েছেন যে আই. ও. সি. এল-এর পক্ষে এখন পর্যন্ত মূল মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আবেদনকারীদের মামলা থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট ভিত্তির হার ভেরিয়েবলের সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

অতএব, দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে এল ১ হার উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। শ্রী।কার পৃষ্ঠা সংখ্যাও উল্লেখ করেছেন যা পৃথক বিতরণকারীদের দ্বারা আই. ও. সি. এল-কে ই. ও. আই-তে অংশগ্রহণের তারিখ বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়ে লেখা চিঠি। তাঁর দ্বারা বলা হয় যে এই ধরনের চিঠি জারি করে পৃথক বিতরণকারীরা তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করে ই. ও. আই-কে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার মওকুফ করেছেন।

২৬। শ্রী কর আরও জানিয়েছেন যে দরপত্রের নথির একটি অনুলিপি ইওআই-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। সপ্তম ধারাটি বিশেষভাবে হারগুলি উদ্ধৃত করার পদ্ধতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে কথা বলে। অতএব, আবেদনকারীদের হার সম্পর্কে ন্যায্য ধারণা ছিল।

২৭। উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে বিদ্বান বরিষ্ঠ কৌঁসুলি শ্রী কর বলেছেন যে, রিট পিটিশনগুলি উত্থাপিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আবেদনকারীদের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ এবং মামলা করার অধিকার টিকে থাকে না। যে সময়ের মধ্যে ইওআই জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং দরপত্রের সংশোধিত তারিখ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। অতএব, ইওআই জমা দেওয়ার তারিখের পরে, ইওআই-এর ইচ্ছা প্রকাশ করার অধিকার টিকে থাকে না এবং পরিবেশকদের ইওআই গ্রহণ করা উচিত ছিল না, এবং তারা এখন দরপত্রে অংশ নেওয়ার জন্য পরিবাহক হিসাবে আবেদন করতে পারে। ভারতীয় চুক্তি আইনের ধারা ৪ এবং ধারা ৬-এর বিধানগুলি উল্লেখ করে শ্রী কর বলেন যে কোনও প্রস্তাবের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয় যখন সেই ব্যক্তির জ্ঞানের কথা আসে যার কাছে এটি করা হয়। প্রস্তাবকারীর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্যতার যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়, যখন এটি তার কাছে প্রেরণের একটি ধারায় রাখা হয় যাতে গ্রহণকারীর ক্ষমতার বাইরে থাকে এবং গ্রহণকারীর ক্ষমতার বাইরে থাকে, যখন এটি প্রস্তাবকারীর জ্ঞানে আসে।

প্রত্যাহারের যোগাযোগ সম্পূর্ণ হয়, যে ব্যক্তি এটি তৈরি করেন তার বিরুদ্ধে, যখন এটি সেই ব্যক্তির কাছে প্রেরণ করা হয় যার কাছে এটি করা হয়েছে, যাতে যে ব্যক্তি এটি তৈরি করেছেন তার ক্ষমতার বাইরে এবং যার কাছে এটি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে, যখন এটি তার জ্ঞানের কথা আসে। ধারা ৬ এর উপ-ধারা ২ এর অধীনে, একটি প্রস্তাব তার গ্রহণযোগ্যতার জন্য এই ধরনের প্রস্তাবে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার দ্বারা বাতিল করা হয়, বা যদি কোনও সময় নির্ধারিত না হয়, যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধানে, গ্রহণযোগ্যতার যোগাযোগ ছাড়াই। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে ইওআই-এর প্রস্তাবটি তার গ্রহণযোগ্যতার জন্য এই ধরনের প্রস্তাবে নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে বাতিল করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দায়ের করার পদক্ষেপের কারণ টিকে থাকে না। মিঃ কার আরও যুক্তি দেন যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা সীমিত এবং আদালত প্রস্তাবককে মূল্য ধারা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিতে পারে না। আদালত আই. ও. সি. এল-কে ই. ও. আই জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর নির্দেশও দিতে পারে না। আবেদনকারীর মৌলিক বা আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হলে একটি রিট আদালত কেবলমাত্র ম্যান্ডামাস রিট জারি করতে পারে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের কোনও আইনি অধিকার লঙ্ঘিত হয় না এবং তাই আবেদনকারীদের তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি বজায় রাখার কোনও সুযোগ ছিল না।

২৮। শ্রী কর আরও বলেন যে রিলায়েন্স এনার্জি লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্ত এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয় কারণ উক্ত রিপোর্ট করা সিদ্ধান্তে আবেদনকারী ব্যবসা পরিচালনাকারী একটি সংস্থা ছিলেন এবং তার ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার কার্যকর করা হয়েছে বলে বলা হয়েছিল। এই মামলায়, রিট আবেদনকারীরা কোনও বিতরণ ব্যবসা পরিচালনা করেন না। এটি সংবিধানের ১৯(১)(ছ) অনুচ্ছেদের আওতায় আশ্রয় নিতে পারে না।

আইন ১৯৬১ ধারা ১৯ অধীনে মামলা করার কোনও অধিকার নেই। অতএব, আবেদনকারীরা বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার জন্য কোনও অধিকার লঙঘনের অভিযোগ করতে পারবেন না। অনুচ্ছেদ ১৯ (১) (ছ) আবেদনকারীদের কাছে আবেদনের কোনও পদ্ধতি নেই। ফলস্বরূপ, অনুচ্ছেদ ১৪ এর প্রয়োগের কোনও পদ্ধতি নেই।

২৯। উপরন্তু, উক্ত রায়টি একটি দরপত্র চুক্তির বৈধতা সম্পর্কিত। উক্ত রায়ের ৩৮ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে দরপত্র আহ্বান করা হলে শর্তাবলী অবশ্যই "আইনি নিশ্চয়তা" নিয়ম এবং মানদণ্ডের সাথে নির্দেশ করতে হবে। এই "আইনি নিশ্চয়তা" আইনের শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদি উক্ত নিয়মগুলিতে অস্পষ্টতা বা বিষয়গততা থাকে তবে এর ফলে অসম ও বৈষম্যমূলক আচরণ হতে পারে। এটি "লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড"-এর মতবাদ লঙঘন করতে পারে। মিঃ কার যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাত্ক্ষণিক রিট টেন্ডার নথিতে চ্যালেঞ্জের অধীনে নেই। পরিবেশক এবং আই. ও. সি. এল-এর মধ্যে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। একটি দরপত্র চুক্তি আইনের ধারা ২ (ক)-এর অর্থের মধ্যে "একটি প্রস্তাব" বা "একটি প্রস্তাব" প্রকৃতির। আগ্রহের অভিব্যক্তি (ইওআই) এমনকি একটি প্রস্তাব নয় বরং প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণ। অতএব, যখন আগ্রহের প্রকাশ করা হয় তখন পরিবেশক এবং আই. ও. সি. এল-এর মধ্যে কোনও আইনি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৩০। শ্রী কর আরও বলেন যে, ঋষি কিরণ লজিস্টিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) সিদ্ধান্ত এই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয় কারণ সুপ্রিম কোর্ট মনে করে যে, যেখানে ক্ষতির মামলা রয়েছে, সেখানে পক্ষগুলিকে অবনমিত করা উচিত দেওয়ানি আদালত এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা প্রয়োগ করা উচিত নয়। এটি দাবি করা হয়

শ্রী কর দ্বারা যে ৩৭ অনুচ্ছেদে রায়ের উপরের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে বলেছেন যে আগ্রহের প্রকাশ ব্যক্তিগত আইনের প্রতিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে। মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে বিতরণকারীদের যথাযথ প্রতিকার আই. ও. সি. এল-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করা। শ্রী কর আরও যুক্তি দেখান যে টাটা সেলুলার (সুপ্রা)-এর অনুপাত সিদ্ধান্তটি "দরপত্রের" শর্তাবলী নিয়ে কাজ করে এবং এটি বলা হয় যে দরপত্রের শর্তাবলী বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত নয়। একইভাবে, আগ্রহের প্রকাশের শর্তাবলীও বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত নয়। পরিবেশকদের শর্তাবলী গ্রহণ করা বা না করা উচিত। পরিবেশকদের সিদ্ধান্ত আবেদনকারীদের অনুরোধ অনুযায়ী ত্রাণের জন্য এই আদালতে যাওয়ার কোনও কারণের জন্ম দেয় না।

৩১। শ্রী কর আরও যুক্তি দেন যে, জোশী টেকনোলজিস ইন্টারন্যাশনাল আইএনসি (সুপ্রা) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তও তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা। একটি রিটের মাধ্যমে, আয়কর আইনের অধীনে সুবিধাগুলি একটি সমাপ্ত চুক্তির পরিবর্তনে চাওয়া হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৭০.১১-এ অনুষ্ঠিত বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগের যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট-চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রের মধ্যে থাকা বিরোধের ক্ষেত্রে বিচারিক পর্যালোচনার সুযোগ আরও সীমিত হতে পারে এবং সন্দেহজনক ক্ষেত্রে পক্ষগুলি সম্পূর্ণরূপে চুক্তিগত বিরোধের বিচারের জন্য প্রদত্ত প্রতিকারের আশ্রয় নিয়ে তাদের অধিকারের বিচারের দিকে অবনমিত হতে পারে। শেষ পর্যন্ত যোশী টেকনোলজিসের দায়ের করা আপিল খারিজ হয়ে যায়। শ্রী কর আরও বলেন যে, টাটা সেলুলার (উপরে উল্লিখিত)-এ বর্ণিত নজিরটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, "দরপত্রের শর্তাবলী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত নয়।

বিবাদীরা টাটা সেলুলারের অনুপাতের উপরও নির্ভর করে এবং দাখিল করে যে আগ্রহ প্রকাশের শর্তাবলীও বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত। আগ্রহ প্রকাশের শর্তাবলী কী বলা হবে তা তেল কর্পোরেশনের এখতিয়ার। পরিবেশক বা তাদের যে কেউ EOI-এর শর্তাবলী গ্রহণ করতে পারেন বা নাও করতে পারেন, তবে এটি অবশ্যই পরিবেশকদের সংগঠনকে রিট আবেদনে এই আদালতের কাছে যাওয়ার কোনও কারণ দেয় না।

৩২। আবেদনকারীদের সংগঠন এবং উত্তরদাতা/আই. ও. সি. এল-এর পক্ষ থেকে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর, আমি এই তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রথমেই আলোচনা করতে চাই। এটি বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারীরা সমিতি নিবন্ধকরণ আইনের অধীনে নিবন্ধিত এলপিজি বিতরণকারীদের একটি সমিতি। পশ্চিমবঙ্গ সমিতি নিবন্ধকরণ আইনের ধারা ১৯ (১) রাষ্ট্রপতি, সচিব বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনও কর্মকর্তাকে মামলা করার বা মামলা করার ক্ষমতা দেয়। এই ধরনের অনুমোদন একেবারে স্পষ্ট এবং স্পষ্ট। সংবিধির সরল পাঠে দেখা যায় যে উপরোক্ত তিনটি বিভাগের ব্যক্তি ব্যতীত কেউই সমিতির নামে বা পক্ষে কোনও আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। এটি নথিভুক্ত যে সমিতির পরিচালনা পর্ষদ তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করার জন্য একজন বিজন বিহারী বিশ্বাসকে অনুমোদন দিয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের উক্ত প্রস্তাবটি রেকর্ডে রয়েছে। তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে উক্ত বিজন বিহারী বিশ্বাস আবেদনকারীদের সমিতির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি, সচিব বা কর্মকর্তা নন। অতএব, তিনি সমিতির প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী নন। রিট পিটিশনের নাম সভাপতি, অথবা সচিব অথবা সমিতির প্রতিনিধিত্বকারী পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা অনুমোদিত কোনও কর্মকর্তার নামে থাকা উচিত ছিল এমন কোনও আপত্তি গ্রহণ করার জন্য এই আদালত অতি-প্রযুক্তিগত হতে আগ্রহী নয়।

অন্যদিকে, যদি রিট পিটিশনগুলি সভাপতি বা সচিব বা পরিচালনা পর্ষদের পদাধিকারীর প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির নামে দায়ের করা হত, তবে কোনও বিধিবদ্ধ ঘাটতি নাও থাকতে পারে। তবে, নিঃসন্দেহে বিজন বিহারী বিশ্বাস আবেদনকারীদের সমিতির পরিচালনা পর্ষদের কর্মকর্তা নন। অতএব, সংবিধিবদ্ধভাবে উক্ত বিজন বিহারী বিশ্বাস তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে আবেদনকারীদের সমিতিগুলি বজায় রাখতে এবং প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। বন্দোপাধ্যায় জোরালোভাবে যুক্তি দেখান যে, **১২, আই. সি. বোস রোড টেন্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন (উপরে)**-এর ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেওয়ার সময় থেকে লোকাস সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন ও বিকশিত হয়েছে। যদিও নীতিগতভাবে লঙ্ঘিত আইনি অধিকার ব্যক্তিগতভাবে অধিকারের প্রকৃতির, রিট পিটিশন এমনকি কোনও ব্যক্তি দ্বারা কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তির গোষ্ঠী বা বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির আইনি বা মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ের করা যেতে পারে।

৩৩। এইভাবে, সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে লোকাস স্ট্যান্ডির গোঁড়া ধারণাটি আমূল পরিবর্তন এনেছে এবং আবেদনকারীদের সমিতির প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র থাকা সত্ত্বেও, যদি তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনগুলি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে খারিজ করা হয়, তবে এটি কেবল অন্যায্যই হবে না, তবে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিতরণকারীদের অভিযোগ অপ্রয়োজনীয় থাকবে।

৩৪। অখিল ভারতীয় শোষিত কর্মচারী সংঘে (উপরে) সর্বোচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে আবেদনকারী কোনও স্বীকৃত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কিনা বা

না, সত্যটি রয়ে গেছে যে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি বড় গোষ্ঠী বিদ্যমান এবং তারা সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে আমাদের বর্তমান প্রক্রিয়াগত আইনশাস্ত্র স্বতন্ত্রবাদী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাঁচের নয়। এটি বিস্তৃত ভিত্তিক এবং জনমুখী, এবং 'শ্রেণী কর্ম', 'জনস্বার্থ মামলা' এবং 'প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যধারার' মাধ্যমে ন্যায়বিচারের অ্যাক্সেসের কল্পনা করে।

৩৫. এটি অবশ্যই সত্য যে মৌলিক বা আইনি অধিকার লঙ্ঘন শ্রেণী পদক্ষেপ, জনস্বার্থ মামলা এবং প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যধারার মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে, তবে যদি কোনও সংবিধি আদালতে প্রতিনিধি কার্যধারা কীভাবে দায়ের করা হবে এবং কার দ্বারা এটি দায়ের করা হবে সে সম্পর্কে পদ্ধতি এবং পদ্ধতি সরবরাহ করে তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কেবলমাত্র বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী সমিতির পক্ষে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ অধীনে কার্যধারা বজায় রাখতে পারেন। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের সমিতিগুলি রাষ্ট্রপতি বা সচিব বা পরিচালনা পর্ষদের কোনও কর্মকর্তা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইনের ধারা ১৯ (১) এর বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা হয়নি।

৩৬। যোগ্যতার ভিত্তিতে, প্রথম যে প্রশ্নটি বিচারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় তা হল আগ্রহ প্রকাশের প্রকৃতি। উত্তরদাতাদের জন্য বিদ্বান উকিলের মতে আগ্রহের অভিব্যক্তি কোনও প্রস্তাব নয়, বরং প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণ।

৩৭। প্রস্তাব এবং প্রস্তাবের আমন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য খুব মৌলিক এবং মূলত পক্ষগুলির অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। যদিও একটি প্রস্তাব সরাসরি অনুমতি দেয় অন্য পক্ষ একটি চুক্তিতে প্রবেশ করবে, অর্থাৎ আইনত বাধ্যতামূলক

চুক্তি গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণটি মূলত অন্য পক্ষকে আলোচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং যে ব্যক্তি প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় তাকে নিজেই একটি প্রস্তাব দেয়। এটি জটিল মনে হতে পারে, তবে এটি একটি খুব মৌলিক পার্থক্য যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায়শই দেখি। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা কোনও দোকানে যাই, তখন দোকানের পণ্যগুলির নিছক প্রদর্শন হল বিক্রেতার দ্বারা সাধারণ জনগণের কাছে প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণ। দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়া যে কেউ প্রদর্শিত পণ্যগুলির মধ্যে একটি কিনতে আসতে পারে বা অন্য কোনও বিকল্প বেছে নিতে পারে। এখানে, কেউ আইনত কোনও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য নয়। একইভাবে, বেশিরভাগ ধরনের বিজ্ঞাপন আসলে অফার নয়, বরং অফার করার আমন্ত্রণ। পার্থক্যটি পুরোপুরি বোঝার জন্য আমি বলতে পারি যে অফার করার আমন্ত্রণে কোনও নির্দিষ্ট পক্ষের কোনও চুক্তি করার অভিপ্রায় নেই। বিক্রেতা জনসাধারণের মধ্যে থেকে যে কারও সাথে চুক্তি করতে পারে যে তাকে সেরা অফার দেয়। সুতরাং, অফার করার আমন্ত্রণের সারমর্ম হল যে অফারটি আসলে বিক্রেতার দ্বারা করা হয়। এটি ক্রেতার পক্ষে যথেষ্ট ভাল অফার করা এবং যখন বিক্রেতা এটি গ্রহণ করে তখন এটি একটি চুক্তিতে পরিণত হয়।

৩৮। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আইওসিএল এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয় যে, ইওআই কোনও প্রস্তাব নয়, বরং প্রস্তাবের আমন্ত্রণ। পরিবেশকরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে বা না করতে পারে। যদি কোনও পরিবেশক আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং তাঁর ইচ্ছার প্রস্তাব দেয়, আই. ওসিএল সেই প্রস্তাব গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে, একটি চূড়ান্ত চুক্তি হবে এবং যদি এই ধরনের চুক্তি করা হয়, বিতরণকারীরা কিছু সুবিধা পাবেন, যেমন, প্যাক করা এলপিজি সিলিন্ডার বহন করার জন্য তাদের দেওয়া ট্রাকগুলির বয়সের কোনও অগ্রাধিকার থাকবে না এবং তারা ইএমডি প্রদান থেকে মুক্ত থাকবে।

৩৯. অন্যদিকে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে শিক্ষিত কৌঁসুলি বলেন যে, বটলিং প্ল্যান্ট থেকে সংশ্লিষ্ট গুদামে প্যাকেটজাত এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের একক হার সম্পর্কে কোনও ধারণা ছাড়াই আইওসিএল দ্বারা বিতরণকারীদের কাছে ইওআই-এর একটি প্রস্তাব রয়েছে। পরিবেশকদের অন্ধভাবে ইওআই গ্রহণ করতে হবে বলে তাদের দর কষাকষির কোনও সুযোগ নেই। তাদের সাধারণ দরপত্রে যে হার নির্ধারণ করা হবে তার উপর নির্ভর করতে হবে। সাধারণ পরিবহনের জন্য আইওসিএল দ্বারা এটি চালু করা হবে।

৪০। এখানে স্বেচ্ছাচারিতা রয়েছে কারণ সাধারণ পরিবহণকারীরা নিলামে অংশ নেওয়ার সময় তাদের দর দেওয়ার সুযোগ পাবে কিন্তু বিতরণকারীদের তাদের দর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এটি পরিবেশকদের সাথে উত্তরদাতা তেল সংস্থার অসম আচরণের মূল।

৪১। ইউনিট হারের ভিত্তিতে উল্লম্ব অবস্থানে ইন্ডেন এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্টের একটি অনুলিপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অফিসের অধীনে প্রাক্তন-বাজ বাজ এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট আইওসিএল দ্বারা জারি করা হয়েছে যাতে আগ্রহী এলপিজি বিতরণকারীদের কাছ থেকে তাদের নিজস্ব সিলিন্ডার উত্তোলনের জন্য তাদের নিজস্ব প্যাক করা ট্রাকগুলি নিযুক্ত করার জন্য সম্মতি নেওয়া যায়। ইওআইতে বিস্তারিত শর্তাবলী রয়েছে। আইওসিএল এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, ইওআই হল প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণ। এই আদালত ইতিমধ্যেই প্রস্তাব এবং প্রস্তাবের আমন্ত্রণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে, প্রতিশ্রুতিদাতার দর কষাকষির প্রাথমিক অধিকার রয়েছে। আমন্ত্রণ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রস্তাব দেওয়ার আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবক বলা হয়, বা, ভারতীয় চুক্তি আইনে ব্যবহৃত শব্দ হিসাবে, প্রতিশ্রুতিদাতা। যদি ইওআই প্রস্তাব দেওয়ার বা আমন্ত্রণ জানানোর আমন্ত্রণ হিসাবে ধরা হয়,

প্রস্তাবক বা প্রতিশ্রুতিদাতার অবশ্যই প্রস্তাবের শর্তাবলীর পাশাপাশি প্রস্তাবিত চুক্তির বিবেচনার প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার থাকতে হবে। আইওসিএল তখন গ্রহণকারী বা প্রস্তাবদাতা বা প্রতিশ্রুতি হবে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশক/প্রতিশ্রুতিদাতার ইচ্ছায় প্রতিশ্রুতিদাতার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে হবে বা প্রস্তাবটি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪২। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও অধিকার বিতরণকারীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে না। ইওআই-এর ধারা ৯ নং পরিপ্রেক্ষিতে বিতরণকারীরা এল-১ হার চূড়ান্তকরণে অংশ নিতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, ধারা ১০ নং পরিপ্রেক্ষিতে, বিতরণকারীরা একবার ইওআই-এর গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশ করলে, তাঁকে তাঁর সম্মতি প্রত্যাহার করতে নিষেধ করা হবে। যদি বিতরণকারীরা বা তাঁদের মধ্যে কেউ প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে তাঁর ই. এম. ডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। পরিবহণের হার বৃদ্ধি/ডি-এস্কেলেশন বিষয়েও বিতরণকারীদের কোনও বক্তব্য থাকবে না এবং শুধুমাত্র আই. ও. সি. এল এবং সাধারণ পরিবহণকারীদের মধ্যে দরপত্রের মাধ্যমেই হার চূড়ান্ত করা হবে। সুতরাং, বিতরণকারীদের আই. ও. সি. এল-কে তাদের পাল্টা প্রস্তাবটি বোঝানোর কোনও অধিকার নেই। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় ইওআই কোনও প্রস্তাবের আমন্ত্রণ নয়, বরং এটি চুক্তি আইনের ধারা ২ (ক) এর অর্থের মধ্যে কোনও পাল্টা প্রস্তাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতিদাতাকে কোনও অধিকার প্রদান না করে প্রস্তাব বা প্রস্তাব।

৪৩। অতএব, শ্রী করের এই যুক্তিটি আমি মেনে নেওয়ার মতো অবস্থানে নেই যে EOI হল একটি আমন্ত্রণপত্র। বিপরীতে, আমার বিবেচনায়, EOI হল পরিবেশকদের তাদের সম্মতি প্রকাশ করার এবং বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট থেকে তাদের নিজ নিজ গুদামে প্যাক করা LPG সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য প্রতিটি পরিবেশক কতগুলি যানবাহন সরবরাহ করতে পারবে তা উল্লেখ করার একটি প্রস্তাব।

একজন পরিবেশক ইওআই গ্রহণ করার সাথে সাথেই এটি তাকে আবদ্ধ করে এবং চুক্তি কার্যকর করা হয়েছে বলে বলা হয়। এটা বলার দরকার নেই যে এই ধরনের চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাতিল কারণ বিবেচনা ছাড়া একটি চুক্তি আইন দ্বারা প্রয়োগযোগ্য নয় এবং আইন দ্বারা প্রয়োগযোগ্য নয় এমন একটি চুক্তি বাতিল বলে বলা হয়। (ভারতীয় চুক্তি আইনের ধারা ২ (য) এবং ২ (ঝ) দেখুন)। একটি চুক্তির বিবেচনা এমন একটি বিবেচনার উপর ভিত্তি করে হতে পারে না যা ভবিষ্যতে অন্য চুক্তির ভিত্তিতে করা হবে, দরপত্রের মাধ্যমে যেখানে পরিবেশকরা পক্ষ হবেন না।

৪৪। টাটা সেলুলার (উপরে উল্লিখিত)-এ সুপ্রিম কোর্ট একটি দরপত্রের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিল যা একটি প্রস্তাব। ইওআই-এর ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রযোজ্য। মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট একটি বৈধ দরপত্রের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি বর্ণনা করেছেঃ-

i) এটি অবশ্যই শর্তহীন হতে হবে।

ii) অবশ্যই সঠিক জায়গায় তৈরি করতে হবে।

iii) অবশ্যই বাধ্যবাধকতার শর্তাবলী মেনে চলতে হবে।

iv) অবশ্যই সঠিক সময়ে তৈরি করতে হবে।

v) অবশ্যই সঠিক আকারে তৈরি করতে হবে।

vi) যার দ্বারা দরপত্র করা হয় তাকে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে এবং তার বাধ্যবাধকতা পালন করতে ইচ্ছুক।

vii) পরিদর্শনের যৌক্তিক সুযোগ থাকতে হবে।

viii) এটি অবশ্যই উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তৈরি করা উচিত।

ix) এটি অবশ্যই পূর্ণ পরিমাণ হতে হবে।

৪৫। সুপ্রিম কোর্ট বলে যে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার নীতিগুলি স্বেচ্ছাচারিতা বা পক্ষপাতিত্ব রোধ করার জন্য সরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা চুক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি আরও বলা হয়, "সরকার রাজ্যের অর্থের অভিভাবক। এটি রাজ্যের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করবে বলে আশা করা হয়। সর্বনিম্ন বা অন্য কোনও দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সর্বদা সরকারের কাছে উপলব্ধ থাকে। তবে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ বর্ণিত নীতিগুলি দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সময় বিবেচনায় রাখতে হবে। সরকার যদি সেরা ব্যক্তি বা সেরা উদ্‌ধৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে তবে অনুচ্ছেদ ১৪ লঙঘনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। বেছে নেওয়ার অধিকারকে একটি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। অবশ্যই, যদি উক্ত ক্ষমতাটি কোনও জামানত উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় তবে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ বাতিল করা হবে। প্রশাসনিক বিষয়ে বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান হ 'ল প্রশাসনিক বিবেচনার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে বের করা বিষয়গুলি চুক্তিগত বা রাজনৈতিক প্রকৃতির হোক বা সামাজিক নীতির বিষয়গুলি; সুতরাং সেগুলি মূলত ন্যায়সঙ্গত নয় এবং কোনও অন্যায়ের প্রতিকারের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অন্যায় বিচারিক পর্যালোচনার মাধ্যমে ঠিক করা হয়।“

৪৬। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে তেল কোম্পানি কর্তৃক একতরফাভাবে প্রণীত শর্তাবলী অনুযায়ী পরিবেশকদের ইওআই গ্রহণ করতে বলা হয়। তেল কোম্পানি পরিবেশকদের দ্বারা প্যাক করা এলপিজি সিলিন্ডার পরিবহনের জন্য কোনও হার নির্ধারণ করেনি। তেল কোম্পানির মতে পরিবেশকরা হয় ইওআই গ্রহণ করবে অথবা সাধারণ পরিবহনের সাথে দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে এবং এই ক্ষেত্রে তারা হবে না। ইওআই প্রদত্ত যে কোনও শিথিলতা উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৪৭। এই আদালতে প্রতীয়মান হয় যে, তেল কোম্পানিটি গাজর এবং লাঠি নীতি গ্রহণ করেছে যাতে পরিবেশককে কোনও বিবেচনা ছাড়াই একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাধ্য করা যায়।

৪৮। এই আদালত ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আইনি নীতি এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এই আদালত পক্ষগুলির পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতাদের দ্বারা করা যুক্তিগুলিও উদ্ধৃত করেছে। উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলির প্রসঙ্গে বিষয়টির আরও আলোচনা পুনরাবৃত্তির একটি অনুশীলন হবে এবং এই আদালত একই যুক্তি পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকবে।

৪৯। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, ইওআই কোনও বিবেচনা নির্দিষ্ট না করে একটি প্রস্তাব। বিতরণকারীদের ইওআই-এর সাথে কোনও হার দেওয়ার অনুমতি ছিল না এবং তারা এল-১ হার দ্বারা আবদ্ধ যা ভবিষ্যতে আই. ও. সি. এল এবং সাধারণ পরিবহনের মধ্যে দরপত্রের সময় নির্ধারিত হবে। অতএব, বিতরণকারীরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেও এটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হবে না কারণ বিবেচনা ছাড়াই একটি চুক্তি শুরু থেকেই অকার্যকর। অতএব, প্রস্তাবিত ইওআই আইনে খারাপ এবং বাতিল হতে পারে।

৫০। যাইহোক, উপরের উপসংহারে পৌঁছে আমি পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১-এর ধারা ১৯ (১) এ অন্তর্ভুক্ত বিধিবদ্ধ বারের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশনকে কোনও স্বস্তি দেওয়ার মতো অবস্থানে নেই। রিট পিটিশনগুলি বর্তমান আকারে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ ডব্লিউ. বি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর অধীনে নিবন্ধিত অ্যাসোসিয়েশনগুলি তার নিজের নামে মামলা করতে বা মামলা করতে পারে না এবং তারা রাষ্ট্রপতি, বা সচিব বা এর যে কোনও একটির প্রতিনিধিত্ব করতে হবে

অ্যাসোসিয়েশনগুলির গভর্নিং বডির বৈঠকে আধিকারিকদের দ্বারা। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশনগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন একজন বিজন বিহারী বিশ্বাস যিনি কোনও সভাপতি, সচিব বা অ্যাসোসিয়েশনের আধিকারিক নন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ এর ধারা ১৯ (১) মেনে চলা হয়নি এবং তাই উক্ত আইনের বিধিবদ্ধ বিধানের ভিত্তিতে রিট পিটিশন তৈরি করা হয়েছে।

৫১। তদনুসারে, উপরোক্ত উল্লিখিত রিট পিটিশনগুলি খারিজ করা হয়, নয়। তার বর্তমান আকারে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

(বিচারপতি,বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly